বিদেশীদের প্রবেশে স্পন্সর বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে

কর প্রত্যয়নপত্র প্রদর্শন বাধ্যতামূলক

সাদ্দাম হোসেন ইমরান

কয়েক হাজার বিদেশী টুরিস্ট ভিসা নিয়ে এ দেশে এসে কাজে জড়িয়ে পড়ছেন। দেশের অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের কাজের সুযোগ দিলেও তা আইনানুগ হচ্ছে না। এর ফলে বিপুল অংকের কর ফাঁকি হচ্ছে বলে আশংকা করা হচ্ছে। আবার অনেক বিদেশী অন অ্যারাইভাল ভিসায় এসে আর ফেরত যান না। ঠিকানা পরিবর্তন করে ফেলায় তাদের খুঁজে বের করা যায় না। এ কারণে কর্মসূত্রে বিদেশীদের বাংলাদেশে প্রবেশের ক্ষেত্রে স্পন্সর বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ ত্যাগের পূর্বে বিমানবন্দরে আয়কর প্রত্যয়নপত্র প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যা ১ জুলাই থেকে কার্যকর হয়েছে।

সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সম্মেলন কক্ষে বিদেশী নাগরিকের আয়করবিষয়ক স্টিয়ারিং কমিটির সভায় স্পন্সর বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বিদেশীদের ভিসা ক্যাটাগরি পরিবর্তনের আগে এনবিআরের ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আর এনবিআরের ছাড়পত্রসাপেক্ষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অনুমোদন দেবে। এ ছাড়া বেপজার দেয়া ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আয়কর প্রত্যয়নপত্র দাখিল, বিদেশীকে সব ধরনের অর্থ নিয়োগকারীর ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে পরিশোধ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। এনবিআর চেয়ারম্যান নজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় আয়কর উইংয়ের ৩ সদস্য, বিনিয়োগ বোর্ড, এসবি, ডিজিএফআই, এনএসআই, বাংলাদেশ ব্যাংক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বেপজা, পাসপোর্ট অধিদফতর, এনজিও ব্যুরো ও এফবিসিসিআইয়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সভার কার্যবিবরণী সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

স্টিয়ারিং কমিটির ওই সভায় উপস্থিত একজন সদস্য জানান, কর ফাঁকি ঠেকাতে এবং মনিটরিংয়ের আওতায় আনতে এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া বিদেশীদের বেতন-ভাতাদি পরিশোধে স্বচ্ছতা জোরদার, ঠিকানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা এবং বাংলাদেশ ত্যাগের পূর্বে বিমানবন্দরে আয়কর প্রত্যয়নপত্র প্রদর্শনের মতো নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া কর্মসূত্রে বাংলাদেশে আগত বিদেশীদের মনিটরিং করতে এন্ট্রি লেভেলের স্পন্সরের বিধান চালু করা হচ্ছে। অর্থাৎ কোনো বিদেশীকে কাজের জন্য বাংলাদেশে প্রবেশের পূর্বে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তিদের স্পন্সরকারী হিসেবে নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বরসহ বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে। এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে স্ব স্ব সংস্থা কাজ করছে।

সূত্র জানায়, বর্তমানে কত বিদেশী বাংলাদেশে অবস্থান করছেন তার সঠিক পরিসংখ্যান সরকারি কোনো সংস্থার কাছে নেই। অধিকাংশ বিদেশী নাগরিক বাংলাদেশে প্রবেশের ক্ষেত্রে টুরিস্ট ভিসা ব্যবহার করছেন। এরপর বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছেন। আবার বিভিন্ন কোম্পানির ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে আসা বিশেষ করে এনজিও, হোটেল-রেস্টুরেন্ট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রকৌশল, চিকিৎসা, গার্মেন্ট, মার্চেন্ডাইজিং, পরামর্শকসহ অন্য ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

প্রবেশে স্পন্সর বাধ্যতামূলক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিদেশীদের বেতন-ভাতা গোপন রাখা হচ্ছে। মূলত কর ফাঁকি দিতেই এ কৌশল অবলম্বন করছে দেশীয় নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি গোপন চুক্তি অনুযায়ী বেতন-ভাতা পরিশোধ করতে মানি লন্ডারিংয়ের আশ্রয় নেয়া হচ্ছে। এতে বিপুল পরিমাণ মুদ্রা পাচার হচ্ছে। প্রতিবছরই মুদ্রা পাচারের পরিমাণ আশংকাজনক হারে বাড়ছে। এ ছাড়া অবৈধভাবে আসা বিদেশীরা মাদক চোরাচালান ও জাল মুদ্রার ব্যবসার মতো অপকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন। যা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। আবার অনেক বিদেশী নাগরিক অন অ্যারাইভাল ভিসা নিয়ে দেশে প্রবেশের পর ঠিকানা পরিবর্তন করে ফেলছেন। ফলে তাদের খুঁজে বের করা যায় না। এ কারণে বিদেশীদের বাংলাদেশে প্রবেশের ক্ষেত্রে এন্ট্রি লেভেলের স্পন্সর বাধ্যতামূলক করার চিন্তা-ভাবনা চলছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে কাজ করতে বলা হয়েছে।

সূত্র আরও জানায়, বিদেশীদের ডাটাবেজ তৈরি করতে পারলে শৃংখলা আসবে। একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে ডাটা ব্যাংক সেল গঠন করা হবে। যেখানে বিদেশী কর্মীর নাম, পাসপোর্ট নম্বর, কর্মস্থলের ঠিকানা, বাংলাদেশে বসবাসের স্থায়ী ঠিকানা, কাজের ধরন, বেতন-ভাতাদির তথ্য ও আয়কর পরিশোধের তথ্য উল্লেখ থাকবে। এ কাজে তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে বিনিয়োগ বোর্ড, বেপজা এবং সিআইডিকে চিঠি দেয়া হয়েছে। এই ডাটা ব্যাংক চালু করতে পারলে ট্যাক্স ফাঁকি বন্ধ হবে। পাশাপাশি বিদেশীদের অপরাধ প্রবণতা কমে আসবে।

ইতিমধ্যে স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ জুলাই ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও একটি স্থলবন্দরে আয়কর সেল খোলা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে ঢাকার হযরত শাহজালাল, চট্টগ্রামের শাহ আমানত, সিলেটের এমএজি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও বেনাপোল স্থলবন্দর। এসব অঞ্চল দিয়ে বাংলাদেশ ত্যাগের আগে অবশ্যই বিদেশীদের আয়কর প্রত্যয়নপত্র দেখাতে হবে। প্রত্যয়নপত্র দেখাতে না পারলে বিদেশ গমনের অনুমতি দেয়া হচ্ছে না। সহকারী ও উপ-কর কমিশনার পদমর্যাদার কর্মকর্তারা সার্বক্ষণিকভাবে সেলের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকছেন।

এনবিআরের তথ্যমতে, প্রায় ১১ হাজার বিদেশী নাগরিক আয়কর দেন। তবে এদের অনেকেই প্রকৃত আয় গোপন করে কর ফাঁকি দিচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রকৃত তথ্য না থাকলেও প্রায় ২ লাখ বিদেশী অবস্থান করছেন বলে বিভিন্ন মাধ্যমে জানা গেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে অবৈধভাবে বিদেশীদের নিয়োগ দিলে জেল-জরিমানার বিধান রেখে আয়কর অধ্যাদেশ সংশোধন করা হয়। নতুন নিয়ম অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি বা ব্যবসায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া বিদেশীদের কাজে নিয়োগ করলে নিয়োগকারী ওই ব্যক্তি সর্বনিম্ন ৩ মাস থেকে সর্বোচ্চ ৩ বছর কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত আর্থিক দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে।